রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ১৭, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়**
**ক্রীড়া-১ শাখা**

## নীতিমালা

তারিখ: ১৬ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২৯ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

**নং ৩৪.০০.০০০০.০০০.০৭১.১১.০০১০.২৬.৪১৩/২০২৬।**—যেহেতু, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কৃতি ক্রীড়াবিদ তৈরি করেছে, কিন্তু পেশাদার ক্রীড়াবিদের জন্য একটি সুসংহত ও প্রাতিষ্ঠানিক পেশাগত কাঠামোর অভাবে অধিকাংশ ক্রীড়াবিদই ক্রীড়া জীবনের পরিসমাপ্তিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় দিনযাপন করে; এবং

যেহেতু, বর্তমান সরকার, ক্রীড়াকে একটি সম্মানজনক ও টেকসই পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ক্রীড়াবিদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই কাঠামোর অধীন আনয়ন, ক্রীড়াবিদের বাছাই, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিমা এবং অবসর পরবর্তী কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল, যথা :—

### প্রথম অধ্যায়

### প্রারম্ভিক কথা

১। **শিরোনাম।**—এই নীতিমালা জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হবে।


মূল্য : টাকা ১৬.০০

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়—

(ক) **"কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কমিটি"** অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১০ এর অধীন গঠিত কমিটি;

(খ) **"ক্রীড়াবিদ বাছাই কমিটি"** অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীন গঠিত কমিটি;

(গ) **"ক্রীড়াবিদ বাছাই জাতীয় কমিটি"** অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৬ এর অধীন গঠিত কমিটি;

(ঘ) **"জাতীয় ক্রীড়াবিদ"** অর্থ এই নীতিমালার অধ্যায়-২ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত, জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ক্রীড়াবিদ;

(ঙ) **"জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিল"** অর্থ এই নীতিমালার চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন গঠিত "জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিল";

(চ) **"তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি"** অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৫ এর অধীন গঠিত কমিটি;

(ছ) **"রিভিউ বোর্ড"** অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৮ এর অধীন গঠিত বোর্ড; এবং

(জ) **"সরকার"** অর্থ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

(২) এই নীতিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি, সে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন) এবং জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৩ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সে অর্থে প্রযোজ্য হবে।

৩। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**।—এই নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভা অন্বেষণের মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে প্রণোদনা প্রদান;

(খ) ক্রীড়াকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রীড়াবিদের জন্য যৌক্তিক ও মানসম্মত ভাতা ও প্রণোদনা নির্ধারণ;

(গ) ক্রীড়াবিদ ও তাদের পরিবারের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, বিমা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে একটি পেশাদার ও কল্যাণকর পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) সক্রিয় ক্রীড়াবিদ এবং অবসরপ্রাপ্ত, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও নিরাপদ অবসরোত্তর জীবন ও পুনর্বাসনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঙ) নারী, প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে পড়া এলাকার ক্রীড়াবিদের জন্য বিশেষ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;

(চ) ক্রীড়াক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিকরণ;

(ছ) ১২-১৪ বছরের ক্রীড়াবিদ তৈরির জন্য স্কুল পর্যায়ে **"নতুন কুঁড়ি"** স্পোর্টস কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

(জ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদক ও সাফল্য অর্জনকে বাধ্যতামূলক করে ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক এবং ক্রীড়া বিশেষজ্ঞদের সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ায় বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিয়মিত পারফরম্যান্স ভিত্তিক প্রণোদনা প্রদান;

(ঝ) ক্রীড়ার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকরণ; এবং

(ঞ) ক্রীড়ার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি সংস্থা এবং ক্রীড়া ব্যক্তিত্বগণকে ক্রীড়া সরঞ্জামাদি সরবরাহকরণ।

৪। **পরিধি।**—এই নীতিমালা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন) এর তফসিলে উল্লিখিত সকল জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বা জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী ক্রীড়াবিদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## জাতীয় ক্রীড়াবিদ নির্বাচন ও মূল্যায়ন কাঠামো

৫। **জাতীয় ক্রীড়াবিদ নির্বাচন প্রক্রিয়া।**—(১) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৯ নং আইন) এর তফসিলে উল্লিখিত জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ব্যক্তিগত ও দলীয় ক্রীড়ার জন্য কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করে প্রমাণকসহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করবে।

(২) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত তালিকা, ক্রীড়াবিদ বাছাই কমিটি যাচাইবাছাই-পূর্বক সুপারিশসহ উক্ত তালিকা সরকারের নিকট প্রেরণ করবে।

(৩) ক্রীড়াবিদ বাছাই জাতীয় কমিটি উক্ত তালিকা এবং প্রেরিত প্রমাণক যাচাই-বাছাই করে উক্ত তালিকা চূড়ান্ত করার পূর্বে উহা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করবে।

(৪) ক্রীড়াবিদ বাছাই জাতীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার, ক্রীড়াবিদের নামের তালিকা অনুমোদন করবে এবং উক্ত তালিকা সরকার, সরকারি গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

(৫) কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর আবশ্যিকভাবে উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়াবিদের নিয়মিত পারফরম্যান্স, ফিটনেস ও শৃঙ্খলা মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ক ,খ এবং গ শ্রেণির ক্রীড়াবিদ পুনর্বিন্যাস, তালিকা হতে বাদ দেয়া বা নতুন ক্রীড়াবিদ যুক্ত করার সুপারিশ করা হবে।

(৬) গেজেটে প্রকাশিত জাতীয় ক্রীড়াবিদ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ও কল্যাণ তহবিলের সাথে, সময় সময়, মেয়াদ ভিত্তিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, যা নিয়মিত পারফরম্যান্স, ফিটনেস ও শৃঙ্খলা মূল্যায়নের উপর নবায়নযোগ্য হবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## কমিটিসমূহ ও কার্যপরিধি

৬। **ক্রীড়াবিদ বাছাই সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন।**—নিম্নোক্ত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ক্রীড়াবিদ বাছাই সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠিত হবে, যথা:—

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | -সভাপতি |
| (খ) | মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন | -সদস্য |
| (গ) | সংশ্লিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি বা সেক্রেটারি | -সদস্য |
| (ঘ) | জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্বি করেছেন এমন ক্রীড়াবিদ (মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত) | -সদস্য |
| (ঙ) | ক্রীড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক | -সদস্য |
| (চ) | নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | -সদস্য-সচিব |

৭। **ক্রীড়াবিদ বাছাই জাতীয় কমিটির কার্যপরিধি।**—ক্রীড়াবিদ বাছাই জাতীয় কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ক্রীড়াবিদ বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশের তালিকা যাচাই-বাছাই করে উহা চূড়ান্তকরণপূর্বক অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করবে;

(খ) ক্রীড়াবিদের নিয়মিত পারফরম্যান্স মূল্যায়ন, বাজেট বরাদ্দ ও নীতিমালা সংশোধনের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে;

(গ) জাতীয় ক্রীড়াবিদের নিয়মিত পারফরম্যান্স, ফিটনেস ও শৃঙ্খলা মূল্যায়ন করে প্রেরিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই করে জাতীয় ক্রীড়াবিদের তালিকা হালনাগাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবে; এবং

(ঘ) কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো ক্রীড়া বিশেষজ্ঞকে এই কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৮। **ক্রীড়াবিদ বাছাই কমিটি।**—নিম্নোক্ত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ক্রীড়াবিদ বাছাই কমিটি গঠিত হবে, যথা:—

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | - সভাপতি |
| (খ) | জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্বি করেছেন এমন ২ (দুই) জন ক্রীড়াবিদ (চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত) | - সদস্য |
| (গ) | সংশ্লিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি | - সদস্য |
| (ঘ) | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ১ (এক) জন ফিজিওথেরাপিস্ট/চিকিৎসক | - সদস্য |
| (ঙ) | পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | - সদস্য-সচিব। |

৯। **ক্রীড়াবিদ বাছাই কমিটির কার্যপরিধি।**—ক্রীড়াবিদ বাছাই কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সংশ্লিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা হতে প্রেরিত প্রাথমিক তালিকা এবং সংযুক্ত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে মতামতসহ সুপারিশ সিলগালা খামে সরকারের নিকট প্রেরণ করবে;

(খ) কমিটি, প্রয়োজনে, জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা হতে যেকোনো কাগজপত্র তলব করতে পারবে; এবং

(গ) লিখিত কোনো আপত্তি থাকলে, উক্ত আপত্তি ১ (এক) টি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন করে মতামতসহ সিলগালাকৃত খামে সরকারের নিকট প্রেরণ করতে পারবে।

১০। **কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কমিটি।**—জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহে নিম্নোক্ত প্রতিনিধির সমন্বয়ে কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হবে, যথা:—

(ক) কোচ, সংশ্লিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা -আহ্বায়ক

(খ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ -সদস্য

(গ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রতিনিধি (কোচ বা ফিজিও) -সদস্য।

১১। **কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি।**—কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তি বা দল নির্বাচনে নিয়মিত পারফরম্যান্স, ফিটনেস ও শৃঙ্খলা মূল্যায়ন করে ক্রীড়াবিদের প্রাথমিকভাবে বাছাই করবে;

(খ) কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাস পর ক্রীড়াবিদের নামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ক্রীড়াবিদের নিয়মিত পারফরম্যান্স, ফিটনেস ও শৃঙ্খলা মূল্যায়ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের প্রতিস্বাক্ষরসহ সিলগালাকৃত খামে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করবে;

(গ) মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ক্রীড়াবিদের শ্রেণি উন্নীতকরণ, বাতিল বা পুনর্বিন্যাস এর সুপারিশ করবে; এবং

(ঘ) জাতীয় দলের জন্য সম্ভাবনাময় প্রতিভা শনাক্ত করে উন্নয়ন দলে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিল

১২। **তহবিল গঠন ও নামকরণ।**—(১) এই নীতিমালার অধীন ক্রীড়াবিদদের উন্নয়ন, প্রণোদনা এবং জরুরি কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিল" নামে একটি পৃথক তহবিল গঠন করা হবে।

(২) এই তহবিল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অধীন পরিচালিত হবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের অর্থ ব্যতীত তহবিলের অন্যান্য অর্থ পৃথক একটি ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে।

১৩। **তহবিলের আর্থিক উৎস।**—জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিলের আর্থিক উৎস হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে অনুদান;

(গ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বার্ষিক বাজেট হতে নির্ধারিত হারে স্থানান্তরিত অর্থ (বার্ষিক বাজেটের ন্যূনতম ১০%);

(ঘ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ও ক্লাবগুলির নিবন্ধন ও লাইসেন্সিং ফি-এর একটি অংশ;

(ঙ) জাতীয় দলের জার্সি স্পনসরশিপ, সম্প্রচার স্বত্ব ও বিপণন থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ (ন্যূনতম ২৫%);

(চ) সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) বা অন্যান্য ফান্ড;

(ছ) ব্যক্তি পর্যায় হতে প্রাপ্ত দান-অনুদান;

(জ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা ও বিদেশী দাতা সংস্থার অনুদান;

(ঝ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা; এবং

(ঞ) অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

১৪। **তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি।**—(১) এই তহবিল পরিচালনার জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়ী থাকবে এবং তহবিল হতে অর্থ উত্তোলনের জন্য এই কমিটির মনোনীত নিম্নোক্ত ৩ (তিন) জনের মধ্যে দফা (ক) সহ যে কোনো ২ (দুই) জনের বাধ্যতামূলক যৌথ স্বাক্ষর থাকবে, যথা:—

(ক) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;

(খ) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ; এবং

(গ) পরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

(২) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই তহবিলের তত্ত্বাবধায়ক (Custodian) ও দপ্তর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং তহবিলের দৈনন্দিন লেনদেন পরিচালনা করবেন।

## পঞ্চম অধ্যায়

## তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অনুমোদন কাঠামো

১৫। **তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—তহবিলের সার্বিক তত্ত্বাবধান, নীতি নির্ধারণ ও বিনিয়োগ কৌশল নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে, যথা:—

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | সভাপতি |
| (খ) | সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | সহ-সভাপতি |
| (গ) | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া অনুবিভাগের প্রধান | সদস্য |
| (ঘ) | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের (বাজেট অধিশাখার) যুগ্মসচিব বা উপসচিব | সদস্য |
| (ঙ) | মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন | সদস্য |
| (চ) | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত একজন খ্যাতিমান সাবেক ক্রীড়াবিদ | সদস্য |
| (ছ) | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত একজন ক্রীড়া অর্থনীতি বা ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞ | সদস্য |
| (জ) | নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | সদস্য-সচিব। |

১৬। **তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি।**—তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) তহবিলের বার্ষিক বাজেট, বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থ ব্যয়ের কৌশল অনুমোদন;

(খ) এই নীতিমালার অধ্যায়-৭ ও ৮ এ বর্ণিত সুবিধাসমূহ (ভাতা, প্রণোদনা, কল্যাণ) প্রদানের সামগ্রিক কাঠামো ও হার নির্ধারণ;

(গ) প্রতি ত্রৈমাসিকে তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা ও পরবর্তী নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের জন্য বিশেষ পুরস্কার ও প্রণোদনার পরিমাণ নির্ধারণ;

(ঙ) তহবিলের ২০ (বিশ) শতাংশ অর্থ বিশেষভাবে নারীদের ক্রীড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার;

(চ) প্রয়োজনে তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান ও জরুরি নির্দেশনা প্রণয়ন; এবং

(ছ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় তহবিলের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন।

১৭। **অর্থ বিতরণ ও অনুমোদন কাঠামো।**—অর্থ বিতরণ ও অনুমোদন কাঠামো **"পরিশিষ্ট-ক"** অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## রিভিউ বোর্ড ও উহার কার্যপরিধি

১৮। **রিভিউ বোর্ড।**—জাতীয় ক্রীড়াবিদ নির্বাচন, ভাতা নির্ধারণ, শ্রেণি পুনর্বিন্যাস বা তহবিল থেকে প্রাপ্ত কোনো সুবিধা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের রিভিউ এর জন্য নিম্নরূপ রিভিউ বোর্ড গঠিত হবে, যথা:—

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | সভাপতি |
| (খ) | সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| (গ) | অতিরিক্ত সচিব (ক্রীড়া অনুবিভাগ-১), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| (ঘ) | সংশ্লিষ্ট খেলায় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এমন ২ (দুই) জন ক্রীড়াবিদ (মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| (ঙ) | নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | সদস্য-সচিব। |

১৯। **রিভিউ বোর্ডের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা।**—রিভিউ বোর্ডের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) রিভিউ বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে;

(খ) রিভিউ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে বোর্ডের সভা আহ্বান করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে; এবং

(গ) রিভিউ নিষ্পত্তির জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তলব করতে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিতে পারবে।

## সপ্তম অধ্যায়

## আর্থিক সুবিধা ও ভাতা কাঠামো

২০। **জাতীয় ক্রীড়াবিদের শ্রেণিবিন্যাস ও মাসিক ভাতা।**—জাতীয় ক্রীড়াবিদের শ্রেণিবিন্যাস ও মাসিক ভাতা **"পরিশিষ্ট-খ"** অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

২১। **পারফরম্যান্সভিত্তিক বিশেষ প্রণোদনা (Performance-Based Incentive)।**—আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অসাধারণ সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদের জন্য **"পরিশিষ্ট-গ"** তে বর্ণিত হারে বিশেষ নগদ প্রণোদনা প্রদান করা হবে এবং এই অর্থ সম্পূর্ণরূপে তহবিল হতে প্রদান করা হবে।

২২। **অন্যান্য আর্থিক সুবিধা।**—আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকালে দৈনিক ভাতা (ডিএ) ও অন্যান্য সুবিধা, যদি থাকে, বিদ্যমান নীতি অনুযায়ী প্রদান করা হবে।

## অষ্টম অধ্যায়

## কল্যাণমূলক সুবিধা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী

২৩। **চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা।**—(১) সকল শ্রেণির জাতীয় ক্রীড়াবিদের জন্য সরকারি অনুমোদিত বীমা কোম্পানির সাথে বাৎসরিক স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বীমা বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে এবং বীমার প্রিমিয়াম সম্পূর্ণরূপে তহবিল বহন করবে।

(২) জাতীয় ক্রীড়াবিদ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা নীতিমালা এর আওতায় চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হবে এবং জরুরি প্রয়োজনে তহবিল হতে অগ্রিম অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

২৪। **শিক্ষা বৃত্তি।**—(১) জাতীয় ক্রীড়াবিদ, তার সন্তান-সন্ততি এবং কৃতি ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের জন্য ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি নীতিমালা এর আওতায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে।

(২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ক্রীড়া কোটায় আসন সংরক্ষণ এবং বৃত্তি প্রদানে ফাউন্ডেশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে।

(৩) অত্যন্ত মেধাবী ও দরিদ্র ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের জন্য তহবিল হতে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা যাবে।

২৫। **অসহায়, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ কল্যাণ।**—(১) অসহায়, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ এবং তাদের পরিবারের জন্য জাতীয় ক্রীড়া ভাতা নীতিমালা এর আওতায় মাসিক ৩ (তিন) হাজার টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে।

(২) আর্থিক সংকটে বা জরুরি চিকিৎসার জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা নীতিমালা অনুযায়ী বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে এবং প্রয়োজনে তহবিল হতে ফাউন্ডেশনকে অনুদান প্রদান করা হবে।

২৬। **ক্রীড়া সংগঠক, কোচ ও অন্যান্য ক্রীড়াসেবী কল্যাণ।**—ক্রীড়া সংগঠক, কোচ, প্রশিক্ষক, রেফারি, গ্রাউন্ডসম্যান ও ক্রীড়া সাংবাদিকদের জন্য বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় কল্যাণমূলক সহায়তা প্রদান করা হবে।

## নবম অধ্যায়

## সমন্বিত আর্থিক ও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা

২৭। **তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষা।**—(১) জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিলের অর্থের বার্ষিক নিরীক্ষা সরকারের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে।

(২) সরকারের নিরীক্ষা অধিদপ্তর ছাড়াও অডিট ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে প্রতি বৎসর নিরীক্ষা সম্পন্ন করে আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হবে।

(৩) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর তহবিলের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(৪) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রাপ্ত সরকারি অনুদানের ব্যয় নিরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

২৮। **ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও তথ্য সংরক্ষণ।**—(১) সকল কমিটির (ক্রীড়াবিদ বাছাই কমিটি, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন কমিটি) কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) জাতীয় ক্রীড়াবিদদের একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরি করতে হবে, যেখানে তাদের নিয়মিত পারফরম্যান্স, চুক্তি, ভাতা ও কল্যাণ সুবিধার তথ্য সংরক্ষিত থাকবে।

(৩) তহবিলের অর্থ বিতরণ ও লেনদেন বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) এর মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে।

(৪) সকল তথ্য প্রয়োজনে জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবে।

## দশম অধ্যায়

## দায়িত্ব ও শৃঙ্খলা

২৯। **জাতীয় ক্রীড়াবিদের দায়িত্ব ও শৃঙ্খলা।**—চুক্তিভিত্তিক ক্রীড়াবিদের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি ও শৃঙ্খলাবিধি প্রযোজ্য হবে, যথা:—

(ক) জাতীয় দলের অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ (শারীরিক অক্ষমতা ব্যতীত);

(খ) মাদক ও নিষিদ্ধ উত্তেজক (ডোপিং) মুক্ত জীবনযাপন;

(গ) যে কোনো খেলা বা টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে বেটিং এ জড়ানো যাবে না;

(ঘ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার অনুমতি ব্যতীত বিদেশে কোনো পেশাদার লীগে অংশগ্রহণ না করা; এবং

(ঙ) জাতীয় ক্রীড়াবিদ কর্তৃক সাধারণভাবে দলীয় রাজনৈতিক চর্চা পরিহার।

## একাদশ অধ্যায়

## নীতিমালা পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা

৩০। **নীতিমালা পর্যালোচনা।**—এই নীতিমালা অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পর পর পর্যালোচনা করে সরকার প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও হালনাগাদ করতে পারবে।

৩১। **ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা।**—এই নীতিমালার কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে উক্ত বিষয়ে সরকার ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

**"পরিশিষ্ট-ক"**

[অনুচ্ছেদ ১৭ দ্রষ্টব্য]

**অর্থ বিতরণ ও অনুমোদন কাঠামো**

| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) |
| ১। | মাসিক সম্মানি ভাতা (শ্রেণি ক, খ এবং গ) | নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত ক্রীড়াবিদ বাছাই সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে) |
| ২। | পারফরম্যান্সভিত্তিক প্রণোদনা (৫ লক্ষ টাকার অধিক) | তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি (অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী) |
| ৩। | পারফরম্যান্সভিত্তিক প্রণোদনা (৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) | তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি (অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী) |
| ৪। | জরুরি চিকিৎসা সহায়তা (২ লক্ষ টাকার অধিক) | নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত ক্রীড়াবিদ বাছাই সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে) |
| ৫। | জরুরি চিকিৎসা সহায়তা (২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) | তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি (অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী) |
| ৬। | ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে অনুদান | |

**"পরিশিষ্ট-খ"**

[অনুচ্ছেদ ২০ দ্রষ্টব্য]

**জাতীয় ক্রীড়াবিদের শ্রেণিবিন্যাস ও মাসিক ভাতা**

| ক্র: ন: | শ্রেণি | ধরন ও শর্ত | মাসিক ভাতা |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | ক | স্বর্ণপদক প্রাপ্ত খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদ (যার দেশীয় খ্যাতি এবং আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে সাফল্য রয়েছে) | ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা |
| ২। | খ | বর্তমান জাতীয় দলের নিয়মিত ক্রীড়াবিদ [গত ২ (দুই) বছরে কমপক্ষে ২ (দুই) টি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী] | ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা |
| ৩। | গ | সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিদ (জাতীয় পর্যায়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পন্ন) | প্রথম স্থান-৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা<br>দ্বিতীয় স্থান-৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা<br>তৃতীয় স্থান-২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা |

**"পরিশিষ্ট-গ"**

[অনুচ্ছেদ ২১ দ্রষ্টব্য]

**পারফরম্যান্সভিত্তিক বিশেষ প্রণোদনা (Performance-Based Incentive)**

| ক্র: ন: | প্রতিযোগিতার ধরন | স্বর্ণপদক | রৌপ্যপদক | ব্রোঞ্জপদক |
|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১। | অলিম্পিক গেমস | ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) টাকা | ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা | ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা |
| ২। | এশিয়ান গেমস | ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা | ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা | ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা |
| ৩। | কমনওয়েলথ গেমস | ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা | ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা | ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা |
| ৪। | বিশ্বকাপ বা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ | ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা | ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ) টাকা | ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা |
| ৫। | সাফ গেমস বা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা | ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা | ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা | ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা |

**মোঃ মাহবুব-উল-আলম**
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd